"নবীগণ নির্দোষী"

আছমতে আম্বিয়া

বা

ঈমান ও মারেফত ভাণ্ডার

বিংশ-খণ্ড

-ঃ মুছান্নেফ ঃ-

আল্লামা গাজী আকবর আলী রেজভী

ছুন্নী আল-কাদেরী

রেজভীয়া দরবার শরীফ

সাং ঃ সতরশ্রী, পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা

জিলা ঃ নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

সর্বসত্ব : গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

মালিক ব্যতিত বিনা অনুমতিতে কেহ ছাপাইতে পারিবেন না।

তাং —৯ই নভেম্বর ১৯৮৪ ইং

২৩শে কার্তিক ১৩৯১ বাংলা।

১৫ই সফর ১৪০৫ হিজরী।

মুদ্রন সংখ্যা : ৫,০০০ হাজার।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা :—

ছদরুল আমিন রেজভী (সুন্নী আল কাদেরী)

"রেজভীয়া দরবার" সতরশ্রী

পোঃ রেজভীয়া এতিম খানা

জিলা : নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ।

উক্ত পুস্তকখানা এতিমখানায় ওয়াকফ্ করা হইল।

মূল্য : ৫ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, ঢাকা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হইতে শাশত নবী নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে যে "রাসুল (দঃ) মানুষ, আমাদেরই মত দোষে গুনে" এবং স্কুল ও মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ১১৭ও১১৮ পৃষ্ঠায় 'মানুষ মুহাম্মদ (সঃ) নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "মানুষ মুহাম্মদ (সঃ) রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ আমাদেরই মত" ইহা ছাড়াও আরও অনেক পুস্তকে পাওয়া যায় ওয়াহাবী দলের আলেমগন লিখিয়াছে যে রাসুল (সঃ) মানুষ আমাদেরই মত পাপ পুন্যে"। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ হেদায়েত নসীব করুন। এই সমস্ত বেয়াদবীর দ্বারা ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। ইসলামের মুল ঈমান আকিদা, আকিদা নষ্ট হইয়া গেলে জাহেরী এবাদত বন্দেগী দ্বারা মোমিন থাকতে পারে না। হুসিয়ার হে মুসলমান ভাই বোন ওয়াহাবীদের এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া বা শুনিয়া লাহাওলা পড়িবেন। মুল শিকড় বাদে বৃক্ষ জন্মে না তদ্রুপ আকিদাই ইসলামের একমাত্র মুল শিকড়। আকিদা বাদে মুসলমান হইতে পারে না। আকিদা শব্দের বহুবচন আকায়েদ। আকায়েদ শব্দের অর্থ গায়েবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। গায়েব শব্দের অর্থ যে জিনিষ চক্ষে দেখা যায় না অর্থাৎ অদৃশ্য। এবং মানব শক্তির দ্বারা অনুভব করা যায় না। যথা—আল্লাহ, ফেরেস্তা জ্বীন, বেহেস্ত, দোজখ, আরশ, কুরসি, কবরের আজাব ও হাসর নসর ইত্যাদি। যাহা চক্ষে দেখা যায় এবং অনুভব হয়, উহা গায়ের নয়। জাহের অর্থাৎ প্রকাশ। শুধু জাহেরের দ্বারা বাতেন ব্যতিত মোমিন মুসলমান হইতে পারে না। আগে মুসলমান হউন পড়ে নামাজ রোজা এবাদত, বন্দেগী যত ইচ্ছা করুন শেষ বিচারের কালে বড়ই উপকার পাইবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلى على رسوله الكريم ●

আছমতে আম্বিয়া অর্থ নবীগন নির্দোষী। ঈমান রাখিতে হইবে যে, নবীগন বেগুনাহ। অর্থাৎ গুনাহ্ হইতে মুক্ত পবিত্র। হাদিস শরীফ انبياء معصوم ১। আল আম্বিয়া ও মাছুমুন। অর্থ সমস্ত নবীগন বেগুনাহ্। জানিয়া রাখিবেন যে, ঈমানের দ্বারাই মোমিন এবং ঈমানের অভাবে মানুষ কাফের। মোমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য শুধু ঈমান গুনাহের দ্বারা এবং নেক আমলের অভাবে মোমিন মুসলমান কাফের হয় না। শক্ত গুনাহ্গার হয়। কিন্তু যথেষ্ট নেক আমল করা সত্বেও ইমানের অভাবে কাফের হয়। বহু প্রমান কোরআনে কারিমে রহিয়াছে। ঈমান রাখিতে হইবে যে নবীগন গুনাহ্ ও ভুল করিতে পারেনা। ভুল করা অসম্ভব। যাহারা বলে এবং বই পত্রে লেখে নবীগণ আমাদেরই মত মানুষ দোষে গুণে, তাহাদের ঈমান নাই। নামে মাত্র মুসলমান অর্থাৎ জাহেরে মুসলমান বাতেনে কাফের। মুনাফেক, কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ট। ঈমান রাখিতে হইবে নবীগণ আমাদের মত মানুষ নন। হুঁশিয়ার হে, মোমিন মুসলমান ভাই বোন বর্তমান যুগে জাহেরী মুসলমানী দাবীদারগনের বই পত্র পড়িয়া বিশ্বাস করিয়া ঈমান হারা হইবেন না। আছমতে আম্বিয়া অর্থাৎ নবীগন গুনাহ হইতে পবিত্র। ইহার বহু বহু দলিলাদি রহিয়াছে। কিছুমাত্র বর্ণনা করিলাম—

১নং দলিল :— গুনাহগার শরিয়তের মতে ফাছেক — —। এবং ফাছেকের বিরোধিতা করা দরকার। নবীর তাবেদারী করা ফরজ। যদি নবী গুনাহগার ফাছেক হয়, তবে তাহার বিরোধিতা করা দরকার। এবং তাহার তাবেদারী করাও ফরজ। এই উভয়টি বিষয়কে এজতে-মায়ে জিদ্দাইন বলে। অর্থাৎ বিপরীত দুই জিনিষ একত্রিত হইতেই পারে না।

২নং দলিল :—ফাছেকের কথা প্রমান ব্যতিত গ্রহন করা যায় না। কোরানে পাকের আদেশ। পয়গাম্বরের কথা বিনা প্রমানে গ্রহন করা, মানা ফরজ। যদি নবীগন গুনাহগার ফাছেক হয় তবে তাঁহার কথা মানা ও না মানা উভয়ই দরকার হইবে এবং ইহাকে এজতেমায়ে নাকি জাইন বলে। ইহা হইতেই পারে না। যেহেতু নবীগন গুনাহ্ ও ভুল করিতে পারেন না। হে জ্ঞানী বিদ্যানগণ বলুন কলেমায়ে তাইয়েবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকাশ ও প্রচারক কে? নিশ্চয়ই আপনি উত্তর দিবেন যে, নবীগন (আলাইহিছালাম) যদি নবীগনের ভুল হয়, তবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যে ও ভুল থাকিতে পারে। নাউজুবল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। যাহার ঈমান নাই তাহার আক্কল্ ও নাই।

৩নং দলিল :—গুনাহ্গারের প্রতি শয়তান সন্তুষ্ট। এইজন্য গুনাহগার হেজবুশ শয়তানের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ শয়তানের দলের মধ্যে শামিল। নেককারের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং নেক্কার হেজবুল্লাতে শামিল। অর্থাৎ আল্লাহর দলে শামিল। যদি পয়গাম্বর এক মুহুতের জন্য ও গুনাহ্গার হয়, তবে সেই মুহুতে' হেজবুশ শয়তানের মধ্যে শামিল হয়। অর্থাৎ শয়তানের দলের মধ্যে শামিল হয়না আউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ।

৪নং দলিল :— পয়গম্বর গুনাহ করিবার সময় যদি কোন উম্মত নেক কাজ করে তবে ঐ সময় উম্মত নবীর চাইতে উত্তম হইবে। একথা একেবারেই বাতিল। হইতেই পারে না। শরায়তের অগ্রাহ্য।

৫নং দলিল :— রাসুলগন ফেরেস্তার চাইতে উত্তম কোরআনে পাকে আছে যে, - ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العلمين ইন্নাল্লাস্তাফা আদামা ওয়ানুহান ওয়া আলে ইব্রাহীমা ওয়া আলে এম রানা আলাল আলামিন। যাহার দ্বারা জানা যায় যে, সমস্ত পয়গম্বরগন সারা জাহানের চাইতে উত্তম এবং জাহানের মধ্যে ফেরেস্তা

ও শামিল আছে। সেহেতু পয়গম্বরগন ফেরেস্তার চাইতে উত্তম। ফেরেস্তাগন বেগুনাহ মাছুম। ফেরেস্তাগনের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন لا يعصون الله লা ইয়া ছুনাল্লাহা। অর্থাৎ ফেরেস্তাগন কোন সময় গুনাহ্ করিতে পারে না। এখন যদি নবী গুনাহ্‌গার হয় তবে সম্মানের দিক দিয়া ফেরেস্তার চাইতে ছোট হইয়া যায়। কেননা কোরআন পাকে বলিতেছে যে, ام نجعل المتقين كالفجار আম নাজ আলানুল মুত্তাকিনা কাল পাজ্জার। যাহার দ্বারা জানা গিয়াছে যে পরহেজগার ও গুনাহগার সমান নয়। ফেরেস্তা পরহেজগার যদি নবী এক মুহুর্তের জন্য গুনাহ্‌গার ফাছেক হইয়া যায়। তবে ফেরেস্তাগনের চাইতে উত্তম থাকে না। কাজেই নবীগন গুনাহ ও ভুল করিতে পারেন না।

৬নং দলিল :—কোরআনে পাকের দ্বারা প্রমাণ আছে যে আল্লাহ পাক শয়তানকে বলেছেন যে, আমার খাছ বান্দাগণের উপর তোমার প্রভাব চলিবে না। শয়তানও বলেছিল যে হে খোদা আমি সমস্ত বান্দাগণকে গোমরাহ করিব, তোমার খাছ বান্দাগণ ব্যতীত। হযরত ছালে আলাইহিস্সা বলিয়াছেন যে, হে মানুষ আমি তোমাদিগকে যে কথার ও কাজে বাধা দিব ঐ কথা ও কাজ নিজে করিবার ধারনাও করি না। তিনি বলেন যে, وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ওয়ামা উরিদুউ খালফাকুম মা আনহাকুম আন যখন আল্লাহ বলেন যে, আমার নবীগণের উপর শয়তানের প্রভাব হইতে পারিবে না, নবীগণেও বলেন যে, আমরা গুনাহের ধারণাও করি না। শয়তানও বলেছে যে, পয়গম্বরগণের উপর আমার প্রভাব চলিবে না। এখন যে ব্যক্তি নবীগণকে গুনাহগার মানে ও জানে সে শয়তানের চাইতেও নিকৃষ্ট। হে সোনার বাংলার নিরীহ মুসলমান রাষ্ট্রপতি হইতে নিম্ন শ্রেণীর বিচারকগণের প্রতি আমি সুবিচারের প্রার্থী যে যাহারা বই পত্র লিখিয়া বিপুল প্রচার করিয়া এবং স্কুল মাদ্রাসায় পাঠ্য করিয়া মুসলমান

ও মুসলমানের সন্তানাদিকে ঈমান হারা বানাইতেছে ইহার সুষ্ঠ ও সুবিচার হওয়া দরকার। নচেৎ এই দাবীগুলির দ্বারা সরল মুসলমানের ঈমান নষ্ট হইবে। যে হাদিসে পয়গম্বরগনের গুণাহের প্রমাণ হয়, ঐ হাদিস গ্রহন যোগ্য নয়। বরং যে আয়াতে নবীগণের গুণাহের ধোকা আসে, ঐ আয়াতে তোছি ও তাবিল দরকার। যেন কোরআনের আয়াতের মধ্যে তা আরুছ না হয়। আমাকে একজন খারেজী ওয়াহাবী মোল্লায় প্রশ্ন করিয়াছিল যে, নবীগণের গুণাহগার হওয়ার কুরআনের দ্বারা প্রমাণ আছে। আমি তাহাকে ইহাই বলিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি মানে নাই। তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, তবে তুমি আল্লাহকে গুণাহগার বলিয়া মান। কেমনা কোরআনে আছে ومكر الله ওয়ামাকারাল্লাহু আরও আছে যে وهو خادعهم ওয়াহুওয়াখাদেউহুম। যাহার দ্বারা জানা যায় যে আল্লাহ পাক ধোকাবাজী ও মক্করবাজী করে। এই কথা গুণাহ পাপ। তখন ঐ খারেজী ওয়াহাবী মোল্লা বলিতে লাগিল যে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় বরং ভিন্ন উদ্দেশ্য। তখন আমি বলিলাম যে যেমন এই স্থানে ভিন্ন উদ্দেশ্য বাহির করিয়াছ, তদ্রুপ ঐ স্থানের নবীগণের জন্যও ভিন্ন উদ্দেশ্য বাহির করিয়া লও, যদি ঈমান বাঁচাতে চাও। তখন চুপ করিয়া চলিয়া গেল ফেরেস্তাগণ শুধু আবেদ ছিল। এবং মানুষকে এবাদতের সহিত ভালবাসার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভালবাসার জন্য পরিশ্রমের দরকার। কিন্তু বেহেস্ত পরিশ্রম হইতে পবিত্র। এই জন্য দরকার ছিল যে আদম আলাইহিচ্ছালামের ভালবাসার পরীক্ষার জন্য জমিনকে পরীক্ষার স্থল বানানো হইয়াছে। এই ইউনিভার্সিটিতে তিনি আসিবেন। এই জমিন হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জন্ম স্থান ছিল। বেহেস্ত তাহার মেরাজের স্থান। এই জন্য দরকার ছিল আদম আলাইহিচ্ছালামকে ঐ জায়গায় হইতে অর্থ্যাৎ বেহেস্ত খালী করিয়া জমিনে আনা। এই উদ্দেশ্য আদম

আলাইহিচ্ছালামের জমিনে আসিতে হইল। খোদার কুদরতে উত্তম তদবিরের দ্বারায় শয়তানের ধোকায় আদম আলাইহিছালামকে বেহেস্ত হইতে জমিনে অবতীর্ণ করিলেন। যেমন ইউসুফ আলাইহিছালামকে তাহার ভাইগণের আড়ালে কেনান হইতে মিছির পৌছাইয়া ছিলেন। যেন ঐ স্থানে এনার পর গেনা দান করা যায়। আদম আলাইহিচ্ছালামকেও ছালামত হইতে সালামতের দিকে শান্তি হইতে অশান্তির দিকে, নিয়ামত হইতে নুক্‌মাতের দিকে, মুহাব্বত হইতে মেহনতের দিকে, কুরবত হইতে গুরবতের দিকে, উলফত হইতে বিচ্ছেদের দিকে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আদম আলাইহিচ্ছালামের বেহেস্তে প্রত্যেক জিনিসের প্রতি ভালবাসা ছিল। আশেক চায় না যে তার মাশুক অন্য কোন জিনিষকে ভাল বাসুক। আশেক ভালবাসার মধ্যে শরীক ভালবাসে না। কাজেই এই সমস্ত হইতে পৃথক করিয়া সকলকে হযরত আদম আলাইহিছালামের শত্রু বানাইয়া প্রিয়জন হইতে ছাড়াইয়া চিল্লা কাশির জন্য জমিনের এক প্রান্তে পাঠানো হয়েছে। এবং বলা হইয়াছে যে, আপনি এই চিল্লাকে পুরন করিয়া আবার আমার নিকটে আসিবেন। আদম আলাইহিছালামের জমিনে আসা এই রকম ছিল যেমন বীজ জমিতে বপন করা। বীজ মালিকের ঘর হইতে বাহির করিয়া ফাঁকা মাঠে নেয়। এই মাঠে বৃষ্টি ও রৌদ্রের নির্যাতন ভোগ করিয়া সুজলা সুফলা ক্ষেত হয়। আবার ফল হইয়া আবর্জনা যুক্ত লতা পাতা দূর করিয়া মালিকের ঘরে ফিরিয়া আসে। আদম আলাইহিছালামকে জমিনে পাঠানো হইয়াছে। এবাদতের পানি দ্বারা সয়লাব করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা এবাদতের শাখা প্রশাখা বাহির বাহির হয়। এবং শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারফতের ফল জন্মে। এবং বীজ বহু সঙ্গে নিয়া যে স্থান হইতে আসিয়াছিল ঐ স্থানে পুনরায় ফিরাইয়া নেওয়া হইল। আদম আলাইহিছালামকে খেলাফতের জন্য

জমিনে আনা হইয়াছে। গুনাহের জন্য নহে। খেলাফতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বেহেস্তে কিছুদিন এই জন্যই রাখা হইয়াছিল যে বেহেস্তের ঘর বাড়ী ও বাগ বাগিচা দেখিয়া ঐ ভাবে জমিনকে আবাদ করিবেন। বেহেস্ত তাহার ট্রেনিং ছিল। কাহাকেও ট্রেনিং স্কুলে সর্বদায় রাখা যায় না। ফেরেস্তাগণ কান্না ব্যতীত এবাদত করিয়াছিল আদম আলাইহিছালাম এশ্‌কের জ্বালায় কাঁদিয়া ছিলেন। গুনাহের জন্য নয়। যাহার কারণে মানুষ ফেরেস্তার চাইতে উত্তম হইয়াছে। বেহেস্ত বাহানা ছিল হাকিকতে এশ্‌কের জ্বালায় কাঁদিয়াছিল। আদম আলাইহিছালাম আমাদিগকে বেহেস্ত হইতে বাহির করেন নাই। বরং আমরাই তাহাকে বেহেস্ত হইতে বাহির করিয়াছি। কেননা তাহার পৃষ্ঠে কাফের মুশরেক সকলেরই রুহু ছিল। যাহারা বেহেস্তের যোগ্য নয়, আদেশ হইল, হে আদম নীচে নামিয়া যাইয়া ঐ খবিশগুলিকে ছাড়িয়া আস, এই বেহেস্ত তোমারই। শয়তানের জমিনে আশা বিদেশে আশা হইয়াছে। কিন্তু আদম আলাইহিছালামের জন্য জমিনে আসা বিদেশ নয়। কেননা আদম দেহ ও রুহের নাম। তাহার দেহ যেহেতু মাটি দিয়া বানানো হইয়াছে কাজেই জমিনে তাহার দেহের বাড়ী হইয়াছে এবং আলমে আরওয়াহ রুহের বাড়ী। রুহের বাড়ী হইতে দেহের বাড়ী আসিলেন। যে মানুষ মরিয়া বেহেস্তে গিয়েছেন, তাহারা বিদেশে যায় নাই। বরং দেহের বাড়ী হইতে রুহের বাড়ী গিয়াছেন। কিন্তু শয়তানের জন্ম অগ্নী দ্বারা সেহেতু জমিন তাহার জন্য বিদেশ। আদম আলাইহিচ্ছালামের জমিনে আসা যদি গুনাহের জন্য হইত, তবে তাকে খলিফা বানানো হইত না! আওলাদের মধ্যে আওলিয়া, আম্বিয়া হইত না। জেলীকে আগে মাফ করা হয়, পরে জেলখানা হইতে বাহির করা হয়। বাদশাহী মহলে রাখিয়া আবার তাহার উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষন করা হয়। কিন্তু জেলখানায় রাখিয়া নয়।

হাকিকত এই যে, বড় লোকের জাহিরী খাতা ছোট লোকের আতা অর্থ্যাৎ উপহার। ইহকাল ও পরকাল সমস্ত নিয়ামত আদম আলাইহিচ্ছালামের একটি জাহেরী খাতার কারণেই হইয়াছে। হে পাঠকগণ চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয় কথা নূরে খোদা মুহম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে মানুদ বলা বা ভাই বলা হারাম। নবী মানুষ জাতিতেই আসেন এবং মানুষেই হয়, জীন বা ফেরেস্তা নবী হয় না। ইহা এই দুনিয়ার নীতি বিধান। তাহা না হইলে মানুষ জাতির আরম্ভ হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম হইতে হইত না। কেননা আদম আলাইহিচ্ছালামই মানব পিতা যাহার আগে মানব সৃষ্টি হয় নাই। নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ সময়ের নবী যখন মানব পিতা হযরত আদম আলাইহিছালাম মাটিতে পানির মধ্যে ছিলেন। নূরে খোদা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেই বলিয়াছেন

كنت نبيا وادم بين الماء والطين

কুন্তু নাবিয়ান ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্তাতিন। অর্থ আমি নবী ছিলেন ঐসময় যখন আদম আলাইহিচ্ছালাম মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন। তফছিরে রুহুল বয়ান শরীফে আছে যে, كهيعص কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছোওয়াদ এর মর্মে হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া চ্ছাল্লামের তিনটি ছুরত। ১নং ছুরতে হাক্কি অর্থ আল্লাহর ছুরত। সে সময় শুধু আল্লাহই আল্লাহ ছিলেন, অন্য কোন সৃষ্টি বলিতে ছিল না। তখন নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা নবী ছিলেন। ছুরতে হাক্কির আলোচনায় হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে من رأني فقد رأ الحق মান রআ আনী ফাকাদরা আল হাক। অর্থ যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই আল্লাহকে দেখিয়াছে। ২নং ছুরতে মালাকি অর্থ ফেরেস্তার

ছুরত। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্বে নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) ফেরেস্তার জগতে ফেরেস্তাগনের নবী ছিলেন। তখন ছুরত ছিল ফেরেস্তার, ছুরতে মালাকির আলোচনায় হাদিশ শরীফে আসিয়াছে যে, لى مع الله وقت লা মায়াল্লাহে ওয়াক্তুন। অর্থ আমার জন্য আল্লাহর নিকট একটি সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ৩নং ছুরতে বাসারী অর্থ জাহেরী রঙ্গের মানুষ। অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পর, আদম সন্তানের মধ্যে লক্ষ লক্ষাধিক নবীর জন্মের পর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়ালে সোমবার সুবেহ ছাদেকে মানব রঙ্গে মানব বেশে মানব জগতে জন্ম গ্রহণ করেন, নূরে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর ছুরতে বাসারীর আলোচনায় কোরআনে পাকে আসিয়াছে যে, انما انا بشر ইন্নামা আনা বাসারুম অর্থ আমি বাসার অর্থাৎ মানুষ। জিব্রাইল আমিন ছিফতী নূরের তৈয়ারী হাজরো বার রাছুলে পাকের দরবারে মানুষের ছুরতে আসিয়াছেন, তাহাকে মানুষ বলেন না কেন? রাছুলে পাক আল্লাহ জাতি নূরের জোতির তৈয়ারী তাহাকে মানুষ বলেন কেন? জিব্রাইল আমিন মেরাজের সময় ছিদ্রাতুল মুন্তাহায় যাওয়ার পর জিব্রাঈলী শক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাসুলে পাকের মানবিক শক্তি এখনো আরম্ভ হয় নাই। হে বিশ্বের মুসলমান চিন্তা শক্তি কোথায় খরচ করিবার জন্য রাখিয়াছেন। কি উত্তর দিবেন হাশরের দিন। যাহা হউক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে মানুষ বলিয়া ডাকা অথবা ভাই ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ডাকা হারাম। যদি এহানতের অর্থাৎ তুচ্ছতার সহিত ডাকে তবে কাফের হইবে। কিতাব আলমগীরি। ফেকার কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে হে মুহাম্মদ, হে ইব্রাহীমের বাপ অথবা হে ভাই ইত্যাদি সমসাময়িক শব্দের দ্বারা ডাকিবে তবে হারাম হইবে। যদি এহানতের সহিত ডাকে তবে কাফের হইবে। বরং ইয়া রাছুল্লাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়ানাবিয়াল্লাহ এই ধরনের সম্মান জাতীয় শব্দের দ্বারা

ডাকা দরকার। শায়ের গন শেরের মধ্যে ইয়া মুহাম্মদ লেখে, ইহা জায়গার সংকীর্ণতার কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠকের জন্য দরকার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলা কোরআনে কারিমে আছে যে, لاتجعلوا دعاء الرسول লা তাজ আলু দোয়া আররাসুলে অর্থ রাছুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে ডাকিও না এমনভাবে, যেমন তোমরা পরস্পর একজন অন্য-জনকে ডাকিয়া থাক। এবং তাহার দরবারে চিৎকার করিয়া কথা বলিও না যেমন তোমরা একে অন্যের সামনে চিৎকার করিয়া কথা বলিয়া থাক যেন তোমাদের নেক আমল বরবাদ না হইয়া যায় এবং তোমাদের খবর না থাকে। তাফছিরে রুহুল বয়ান শরীফে আছে যে, لاتجعلوا লাতাজ আলু এই আয়াতের মর্মে ও লিখিয়াছে যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে ডাকিও না তাহার নাম লইয়া। যেমন একজন অন্যজনের নাম নিয়া ডাকা-ডাকি করিয়া থাকি যে, হে মুহাম্মদ, হে আবদুল্লাহর বেটা বরং শানদার শব্দের সাহত ডাকিও। যেমন ইয়া নাবিয়াল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাছুলাল্লাহ, যেমন আল্লাহ নিজে ডাকিয়াছেন। হে আমার নবী, হে আমার রাসুল, হে মুজাম্মিল হে মুদাসির। কোরআনে কারিমের এই আয়াত, দ্বারা এবং মুফাচ্ছির ও মুহাদ্দিস গনের দ্বারা জানা যায় যে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের আদব রক্ষা করা সর্ব অবস্থায় একান্ত দরকার। হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে ডাকার সময় অথবা কথা বার্তা বলার সময় সর্ব অবস্থায় আদব রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। এমন কি দুনিয়ার সম্মানি লোকদিগকে ও তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা বে আদবী। মাকে আম্মা ছাহেবাহ পিতা-কে আব্বা ছাহেব, ভাইকে ভাই সাহেব যেমন সুন্দর ও সম্মানীয় শব্দের দ্বারা ডাকেন। যদি কেহ মাকে বাপের স্ত্রী, পিতাকে মার স্বামী বলিয়া ডাকে অথবা নাম ধরিয়া ডাকে তবে যদিও কথা সত্য তবুও তাহাকে বে-আদব বলা হইবে। হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর খলিফায়ে আজম।

তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকা অথবা ভাই বলা নিশ্চয়ই হারাম। বাড়িতে মা বিবি এবং কন্যা সকলেই মেয়েলোক কিন্তু তাহাদের নাম কাজও আদেশ পৃথক। যে ব্যক্তি মাকে বিবি, বিবিকে মা বলিয়া ডাকিবে নিশ্চয়ই সে বেঈমান এব যে ব্যক্তি সকলকেই এক নজরে দেখিবে সে মরদুদ শয়তান। তদ্রূপ যে ব্যক্তি নবীকে উম্মত ও উম্মতকে নবীর মত জানিবে সে মালাউন কোরআনে কারিমে আছে যে মক্কা শরীফে কাফেরদের নীতি ছিল যে নবী-গণকে তাহারা আমাদের মত মানুষ বলিত। যথা قالو ما انتم الا بشر مثلنا কালুমা আন্তুম ইল্লা বাসারুম মিছলনা। অর্থ কাফেরগণ বলিত তুমি নও কিন্তু আমাদের মত মানুষ। এখনও কাফের হইলে বলিতে পারিবে যে, নবী আমাদের মত মানুষ। অথচ নবী আলাইহিচ্ছালাম মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন যে ايكم مثلى আইয়ুকুম মিছলী। অর্থাৎ আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? অর্থাৎ নবীজির মত মানুষ দুনিয়ায় নাই। কোরআনে পাকে আছে যে مثل نوره كمشكوة মাছালুনুরিহী কামেশকাতিন অর্থ আল্লাহর নুর চেরাগের মত? না আউজুবিল্লাহ। তদ্রোপ কোরআনে কারেমে আছে যে, وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ওয়ামামিন দাব্বাতিনফিল আরদে ওয়ালা তাঈরি ইয়ুতিরু বিজানা হাইহে ইল্লাল উমামুন আমছালামুক। অর্থ জমিনে এমন কোন জানোয়ার নাই যাহারা হামাগুড় দিয়া চলে এবং আকাশে কোন পাখী নাই যাহারা ডানার দ্বারা উড়ে। কিন্তু তাহারা তোমাদের মত উম্মত। এই আয়াতের শব্দে মত বলা হই-য়াছে তবে কি বলা জায়েজ? যে প্রত্যেক মানুষ গাধা ভল্লুকের মত। কখনও নয়।

ইন্নামা হাছরে এজাফি, হাকিকি নয়। অর্থাৎ আমি খোদা নই। খোদার সন্তানও নই। বরং তোমাদের মত খালেছ বান্দা। যেমন হারুত মারুতের কথা। ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন।

৪নং চিন্তা করিলে বুঝা যায় হুজুর আলাইহিচ্ছালাম ঈমান, মামেলাত, ফল কথা কোন জিনিষের মধ্যে আমাদের মত নন। প্রত্যেক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের কলেমা انا رسول الله আনা রাছুলুল্লাহ অর্থ আমি আল্লাহর রাছুল। যদি আমরা এই কলেমা পড়ি তবে কাফের হইয়া যাইব। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের ঈমান দর্শনীয় বস্তুর উপর। আল্লাহকে, বেহেস্তকে, দোযককে, কবরের আযাব, হাসর নসরকে নিজ চক্ষু মোবারক দ্বারা দেখিয়াছেন। আমাদের ঈমান শুনা জিনিসের উপর। আমাদের ইসলামের আরকান ৫টি, হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জন্য ৪টি। তিনির জন্য যাকাত ফরজ নয়। আমাদের নামাজ ৫ ওয়াক্ত হুজুর আলইহিচ্ছালের ৬ ওয়াক্ত। আমাদের ৪ জন বিবি রাখার আদেশ আছে। হুজুর পাকের জন্য কোন কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই যাহা ইচ্ছা তাহা গ্রহন করিতে পারেন। আমাদের বিবিগণ আমাদের মৃত্যুর পর ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু হুজুর আলাইহিচ্ছালের বিবিগণ উম্মতের মা ازواجه امهاتهم আজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম রাছুলে পাকের বিবিগণকে কেহ বিবাহ করিবে না হারাম।

لا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما লাতানকিহু আজওয়াজু মিমবাদিহী আবাদান। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের মাল ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন হয়। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের মালামাল ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন হইবে না। আমাদের প্রশ্রাব, পায়খান নাপাক কিন্তু রাসুল পাকের প্রশ্রাব পায়খানা মোবারক উম্মতের জন্য পাক। জগৎ বিখ্যাত স্বামী নামক কেতাবে দেখুন, বাবুল আঞ্জাজে আছে। এই পার্থক্য শরিয়তের দিক দিয়া। তাছাড়া হাজার হাজার বিরাট পার্থক্য আছে। আমাদের রাছুলে পাকের জাতের সহিত কোন তুলনা হইতে পারে না। এতটুকু মনে রাখুন বেমিছাল স্রষ্টার বেমিছাল বান্দা।

৫নং – بشر مثلكم বাসারুম মিছলুকুম কোরআনে কারিমে আছে। অর্থ তোমাদের মত মানুষ। এই কথাতো কোরআনে নাই যে, ان مثلكم ইনছানুন মিছলুকুম অর্থাৎ তোমাদের মত ইনছান। কোরআনে বাসার শব্দের অর্থ ذو بشرة যুবশরাহ অর্থ জাহেরী চেহারা, বাসার বলে জাহেরী রং এর চামড়া কে। এখন এই অর্থ হইবে যে, আমি জাহেরী রঙ্গে তোমাদের মত মানুষ মনে হই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীর মোবারক দেখিতে তোমাদের সমান মনে হয়। কিন্তু হাকিকত ভিন্ন। এই সব কথা বার্তা শুধু জাহেরী অবস্থায়, তাহা না হইলে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন তুলনা হইতে পারে না। আল্লাহ পাকের কুদরত দেখ, হুজুর আলাইহিচ্ছালামের মুখ মোবারকের থুথু মোবারক তিক্ত পানির কুপে পড়ায় ঐ পানি মিষ্ট হইয়া যায়। হুদাইবিয়ার শুকনা কুপে পড়ায় পানির স্রোত জারি হয়। হযরত জাবিরের পাতিলে পড়ায় সুররা ও গোস্তের বটি হইয়া যায়। আবু বকরের পায়ে লাগিয়া ভাঙ্গা জোড়া লয়। হযরত আলীর বিমারী চক্ষে ব্যবহারে রোগ মুক্ত হইয়া যায়। যদি মাথা মোবারক হইতে পা মোবারক পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বরকত দেখিতে চান তবে মনোযোগ সহকারে কিতাব পড়ুন। এবং রাসুলে পাকের প্রেম সাগরে ডুব দিন। নিজের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেন। হে আলেমগণ, নিজেই যদি না জানেন না বুঝেন তবে অন্যকে বুঝাইবেন কি ? আমাদের ছায়া আছে কিন্তু রাছুলে পাকের ছায়া নাই। আমাদের শরীরের ঘাম দুর্গন্ধ কিন্তু রাছুলে পাকের শরীর মোবারকের ঘাম সুঘ্রান মেস্ক আম্বরের চাইতেও উত্তম। ৬ষ্ঠ শায়খ আঃ হক সাহেব মাদারেজুন্নবুওয়তে লিখিয়াছেন যে, ঐ আয়াত--

انما انا بشر مثلكم

ইন্নমা আনা বাসারুম মিছলুকুম। যাহার দ্বারায় জাহেরী অবস্থায় বুঝায়

নবী আমাদের মত মানুষ। এই আয়াত মুতাশাবে হাতের মধ্যে গন্য হইয়াছে। জাহেরী অর্থ নেওয়া যাইবে না। তোজি ও তাবিল ওয়াজিব। ইহাতে জানা গেল যে, يد الله ইয়াদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর হাত। مثل نوره মাছালু নুরিহী অর্থ আল্লাহর নুরের মিছাল ইত্যাদি আয়াতসমূহ জাহেরী অবস্থায় আল্লাহর শানের বিপরীত বুঝায়। এই আয়াতগুলি মুতাশোবে হাতের মধ্যে গন্য। কাজেই আয়াত সমূহের জাহেরী অর্থের দ্বারা দলিল নেওয়া একেবারেই ভুল। বসিয়া নফল নামাজ পড়ার ব্যাপারে হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বলিয়াছেন لكنى لست كاحد منكم লাকিনী লাস্তিকা আহাদিম মিনকুম। কিন্তু আমি তোমাদের মত নই। ছাহাবায়ে কেরাম বহু জায়গায় বলিয়াছেন যে, اينا مثله আইনা মিছলুহু। অর্থ আমাদের মধ্যে হুজুরের মত কে? অর্থাৎ কেহই নাই। হাদীসে তো বলে যে, হুজুর আমাদের মত নন। কোরানের আয়াতের জাহেরী অর্থ হয় যে হুজুর আমাদের মত মানুষ। সে হেতু ইহাতে মুতাবেকাত দরকার। মুতাবেকাত বলে তাবিল করাকে।

৯। بشر مثلكم বাসারুম মিছালুকুম ইহাতে এই কথা বলা হইয়াছে আমি তোমাদের মত মানুষ। এই কথা তো বলেন নাই যে কোন গুনে তোমাদের মত অর্থাৎ শুধু বান্দা, না খোদা, না খোদার সন্তান না খোদার ছিফতের দ্বারা মৌছুফ। এইভাবে তিনি আবদুল্লাহ না আল্লাহর সন্তান। ইছাইগণ ইছাআলাইহিচ্ছামের কিছু মাত্র মুজেজা দেখিয়া ঈছা আলাইহিছালমকে আল্লাহর সন্তান বলিয়াছে। তোমরা আমার (হুজুর আলাইহিছালাম) হাজার হাজার মুজেজা দেখিয়া উপরোক্ত কথা বলিও না বরং বলিও عبد الله ورسوله আবদুল্লাহে ওয়া রাসুলুহু আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

১০নং বহুশব্দ আছে যাহা নবীগণ নিজেরা নিজেদের জন্য ব্যবহার করিতে পারেন এবং ইহা নবীগণের জন্য কামাল কিন্তু কেহ যদি নবীগণের শানে ঐ সকল

শব্দ ব্যবহার করিবে তবে বেয়াদবী-হইবে। দেখুন কোরআনে পাকে আছে হযরত আদম আলাইহিছালাম বলিয়াছেন ربنا ظلمنا انفسنا রাব্বানা জালামনা আন্‌ফুছানা অর্থ হে আল্লাহ আমি জালেমআমার নফ্‌ছের উপর জুলুম করিয়াছি হযরত ইউনুছ আলাইহিছালাম বলিয়াছেন যে انی کنت من الظالمین ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জোয়ালেমিন অর্থ-হে আল্লাহ আমি জালেমদের মধ্যে এক জন। কিন্তু অন্যকেহ যদি তাহাদেরকে জালেম বলিবে কাফের হইবে। তদ্রুপ বাসার শব্দটিও রাছুলে পাকের জন্য খাছ। অন্য কেহ যদি বাসর শব্দের জাহেরী অর্থ নিয়া রাছুলে পাককে আমাদের মত মানুষ বলিবে তবে কাফের হইবে। হুজুর আলাহিছালামকে ভাই বলা হারাম। মওদুদী খারেজী, দেওবন্দী নব তাবলিগি ওহাবীরা রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াছাল্লামকে বড় ভাইয়ের মত জানে। ওহাবীদের ইমাম ইছমাইল দেহলুভী তাকাবয়াতুল ইমান নামক পুস্তকে লিখিয়াছে। ওহাবীরা কোরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে দলিল বয়ান করে انما المؤمنون اخوة ইন্নামাল মোমিনুনা এখওয়াতুন। অর্থ মোমিন মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই উত্তর শুনুন কোরআনে পাকে আছে الملک القدوس السلام المؤمن আল-মালেকুল কুদ্দুছালামুল মোমিন সকল মোমনেই যদি পরস্পর ভাই হয় তবে আল্লাহ পাকও তো মোমিন তাঁহাকেও ভাই বলিয়া ডাক। নাউজুবিল্লাহ। ওহাবীরা হাদিস শরীফ থেকে আরও দলিল বলে اکرموا اخاکم। আকরিমু আখাকুম। তোমাদের ভাইকে সম্মান কর উত্তর শুনুন হাদিসে রাছুলে পাক আখাকুম শব্দের দ্বারা তাওয়াজু এনকেছারী অর্থাৎ নম্র ও বিনয়ীভাব প্রকাশ করিয়াছেন ইহা শরিয়তের দলিল নয়। বাংলাদেশ সরকার যদি বলে যে, আমি বাংলাদেশের গোলাম। এই গোলাম শব্দটি নম্রতা প্রকাশ করনার্থে শুধু সরকারই জনগনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে কিন্তু বাংলা-দেশের জনগণ বলিতে পারে না যে বাংলাদেশ সরকার আমাদের বা আ-

মার গোলাম। বেয়াদবী হইবে। আদম আলাইহিচ্ছলাম বলিয়াছেন যে আমি (আদম আঃ) জালেম সে জন্য আদম সন্তানও কি বলিতে পারিবে যে, আদম আলাইহিচ্ছালাম জালেম? নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। যখন ঈমান নষ্ট হইয়া যায় তখন আক্কল ও নষ্ট হইয়া যায়। জানিয়া রাখিবেন যে, নবীগণের শানে বরাবরী অর্থাৎ সমসাময়িক শব্দ ব্যবহার করা হারাম। বাপ্ ও সহ্য করিতে পারিবেনা যদি সন্তান ভাই বলিয়া ডাকে।

প্রশ্ন: হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আদম সন্তান। আমাদের মত খাইতেন, পান করিতেন, নিদ্রায় যাইতেন। আমাদের মত জীবন যাপন করিতেন, অসুখ হইত, পরলোক গমণ করিয়াছেন। এত সব বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্বেও কেন আমাদের মত মানুষ বলা যাইবে না?

উত্তর: কোথায় আগর তলা আর কোথায় উগার তলা। কোথায় আঁখ আর কোথায় খাগরা নল বন। মাওঃ রুমী মসনবী শরীফে ইহার সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। যে মক্কার কাফেরেরা বলিত আমরা এবং পয়গম্বরেরা উভয়েই মানুষ। কেননা আমরা ও তাহারা খাওয়ায় ও শোয়ায় সমান। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, কত বড় পার্থক্য। ভল্লা পোকা এবং মৌমাছি একই ফুলের রস শোষণ করে। ভল্লা পোকার দ্বারা হয় বিষ আর মৌমাছির দ্বারা হয় মধু। আমাদের খাদ্যের দ্বারা অপবিত্র মলমূত্র হয় আর নবী পাকের খাদ্যের দ্বারা আল্লাহর নূর সৃষ্টি হয়। দুইটি হরিণ একই জঙ্গলে খায় এবং একই ঘাটে পানি পান করে। কিন্তু একটির শুধু ময়লা হয় অপটির মেস্ক হয়। আরে বেয়াকুব কথাটিত এই রকম যে আমার লেখা বই এবং কোরআন শরীফ একই রকম এবং একই সমান। নাউজুবিল্লাহ। কেননা উভয়টিই একই কালির দ্বারা, একই কাগজের দ্বারা এবং একই কলম একই অক্ষর, একই প্রেস, একই বাঁধাইকারী ও একই আলমারীতে রাখা হইয়াছে। তবে আবার পার্থক্য কি? কিন্তু ইহাতে কোন বেয়াকুব বলিবে না যে, এই উপরোক্ত জাহেরী কারণে কোরআন শরীফ ও আমার বই সমান। জাননা, যে হুজুর পাকের কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইতে হয়। তিনির মেরাজ হইয়াছে। তিনিকে নামাজে ছালাম দিতে হয়। তিনির উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। সমস্ত নবীগণ, অলীগণ তাঁহার খাদেম। তুমি, আমি কি? ফেরেস্তাগণেরও এই সম্মান নাই। রাছুলে পাক

জাহেরে আদম সন্তান কিন্তু বাতেনে আদম আলাইহিচ্ছালামের পিতা। বাতেনই ঈমান, জাহেরী শরিয়ত ঈমান নয়। যদি এই বিষয়ে আরও ভাল জানিতে চান; তবে আমার লিখিত তফছিরে রেজভীয়া সুন্নীয়ার য়ুমিনুনা বিল গায়েবের তফছির সংগ্রহ করুন। আমি কোরআনে পাকের ৬৬৬৬ আয়াতের ৬৬৬৬ তফছির লিখিয়াছি। প্রতি আয়াতের একটি তফছির। য়ুমিনুনা বিল গায়েবের হাদিয়া ৫ টাকা এবং ইমান ভাণ্ডার ১ম খণ্ড হইতে শানে রাছুল বুঝিতে পারিবেন। মনযোগ সহকারে এবং গভীর চিন্তার সহিত পাঠ করুন। যদি কেহ দুনিয়ায় বেহেস্তী মানুষের সাক্ষাত করিতে চান, তবে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করুণ, যে সারা জীবন মূর্তিপূজা করিয়া হঠাৎ বিশুদ্ধ অন্তরে একবার কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাত করা যেন বেহেস্তী মানুষের সহিত সাক্ষাত করা হইল। একবার বিশুদ্ধ অন্তরে কলেমা পড়ায় সারা জীবনের মূর্তিপূজা, শেরেক ও কুফুরী সব মাফ হইয়া গেল। আচ্ছা ঐ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া কলেমা পড়ান হইবে। আগে তাহাকে নামাজ পড়াইয়া না কোরআন পড়াইয়া? নিশ্চয়ই উত্তর দিতে হইবে যে, সর্ব প্রথমে তাহাকে কলেমা পড়াইতে হইবে। আচ্ছা কলেমা পড়ান হইয়াছে। لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কি মুসলমান হইয়াছে? উত্তর দিতে হইবে যে, না লক্ষবার পড়াইলেও হইবে না। তবে কেমন করিয়া পড়াইতে হইবে? উত্তর محمد رسول الله মুহাম্মাদুর রাছুলাল্লাহ পড়াইতেই হইবে নচেৎ মুসলমান হইবে না। তবে জানিয়া রাখুন একবার মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ পাঠ করায় সারা জীবনের পাপ মাফ হইয়া গেল এবং বেহেস্তী হইল। এবং মোমিন মুসলমান হইল। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন মুসলমানী কোথায় এবং রাসুলে পাকের নাম মোবারকের কি শান, মান, বরকত, ইজ্জত, রহমত, আজমত, আরও চিন্তা করুণ ১টি মানুষ ৮০ বৎসর বয়সে দিনের বেলা ৮ ঘটিকায় মুসলমান হইয়াছে। এখন তাহার উপর নামাজ ফরজ হইবে ১২ টার পর। কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি সকাল ৯ ঘটিকার সময় মৃত্যু হয় তবে কি সে বেহেস্তী নয়? হাঁ নিশ্চয়ই বেহেস্তী। হে মোমিন মুসলমান ভাই ভগ্নীগণ নবী চিনেন এবং তাহাকে জানের চাইতেও বেশী ভালবাসেন, যদি দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাইতে চান। আমার জন্য,

দোয়া করিবেন, যেন রাসুলে পাকের গোলাম রূপে গণ্য হইতে পারি। আমার মুরিদানের প্রতি কঠোর আদেশ নামাজ পড়িও, রোজা রাখিও, উপযুক্ত হইলে হজ্জ যাকাত আদায় করিও, চুরি ডাকাতি করিও না। মিথ্যা বলিওনা, জিনা করিওনা। ধোকাবাজী ও পরের হক নষ্ট করিও না. এশার নামাজ বাদ অজুর সহিত বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করিও। কথাবার্তায় রাছুলে পাকের প্রসংশা করিও কিতাব খানা বেশী বেশী পড়িয়া সারমর্ম বুঝিয়া নিও।

ঃ রেজভীয়া দরবার শরীফের বার্ষিক ওরুছ মোবারক ঃ

আমার মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রতি বৎসর ফালগুন মাসের ১০ ও ১১ তারিখে মানব ও জীন জাতির পীর গাউছুল আজম, মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউছে ছামদানী শায়েখ সৈয়দ মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী বাগদাদী আল হাছানী ওয়াল হোছাইনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্মরণে বাৎসরিক ওরুছ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরুছ মোবারকে সবলে উপস্থিত থাকিয়া পরস্পরের পরিচয়; যোগাযোগ; ভালবাসা বৃদ্ধিকরণার্থে তরিকতের জিকির আজকারের তালিম ও তাওয়াজ্জু গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে প্রতি চন্দ্র মাসের ১০ তারিখ দিবাগত রাত্রে আমার রেজভীয়া দরবার শরীফে গেঁয়ারবী শরীফ (১১ শরীফ) অনুষ্ঠিত হয়। আমি ঐ দিন বাড়িতেই থাকি।

আমার মুরীদান ও ভক্তবৃন্দের নিকট আর একটি কথা। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমার বাড়িতে জামেয়া আহম্মদীয়া রেজভীয়া ছুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা এবং রেজভীয়া এতিমখানা নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান আল্লাহর কৃপায় ও তদীয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছালামের তোফায়েলে সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে চলিতেছে। তবে এতে আমার অনেক পেরেশানী হইতেছে। কারণ, এতিম খানার ছাত্রদের ভরণ পোষন লেখা পড়ার খরচ ইত্যাদি সব ফ্রি ভাবে আমাকে বহন করিতে হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যও লিল্লাহ বডিং এর বন্দোবস্ত আছে এবং তাহারা ও অনেকে ফ্রি লেখা পড়া করে। এখন কথা

হল। যাহারা আমাকে ভালবাসেন, তাহারা যেন আমার মাদ্রাসা ও এতিম খানাকে ভালবাসেন অর্থাৎ মাদ্রাসা ও এতিমখানাকে আর্থিক সাহায্য দানে এবং সর্বদা সুপরামর্শের সহিত নজর রাখিবেন। কারণ এই প্রতিষ্ঠান দুইটি আপনাদেরই।

আপনারা বাৎসরিক ফাল্গুন মাসের ১০ ও ১১ তারিখে ওরশ মোবারকে আসিবার সময় অথবা প্রতি বৎসরের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সময়ে খেয়াল করে আপনাদের যাকাত, ফিতরা, এবং কোরবানীর চামড়া ইত্যাদির কিয়দাংশ টাকা পয়সা নিয়ে লিখিত আমার বাড়ীর পোষ্ট অফিসের ঠিকানায় মনি ওয়ার্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

মনে রাখিবেন! আমার মুরিদান ও ভক্ত বৃন্দের মধ্যে যাহারা আমার মাদ্রাসা ও এতিম খানার প্রতি যত বেশী খেয়াল ও ভালবাসা রাখিলেন, তাঁহারা যেন আমার প্রতিই তত বেশী খেয়াল ও ভালবাসা রাখিলেন এবং আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা এবং নবীজীর সত্যিকারের খাঁটি প্রেমিক ও প্রকৃত ছুন্নী আলেম বানাইতে সহায়তা করিলেন।

পরিশেষে আমি আল্লাহ ও আল্লাহ পাকের হাবিব গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা নুরে খোদা, স্বশরীরে জিন্দা, হাজের ও নাজের হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লামের দরবারে আপনাদের ইহ-কালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি কামনা করি।

ইতি—

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

ছুন্নী আল্ কাদেরী।

তাং—৩১/১১/৮৪ ই'

বিঃ দ্রঃ—কিতাব পাইবার এবং মাদ্রাসা ও এতিমখানার জন্য টাকা পয়সা ও মান্নত পাঠাইবার ঠিকানা :—

মোঃ ছদরুল আমিন রেজভী

ছুন্নী আল্ কাদেরী।

সাং—সতরশ্রী, "রেজভীয়া দরবার শরীফ"

পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা।

জিলা :—নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশ।